যুক্তিবাক্য
(Proposition)

ইউনিট 8

ভূমিকা

যুক্তিবিদ্যার আলোচনার প্রধান বিষয় হলো যুক্তির স্বরূপ বা প্রকৃতি। যুক্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ বোঝার জন্য যুক্তিবাক্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যুক্তির ক্ষেত্রে এর উপাদান হিসেবে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত ব্যবহৃত হয় যাকে ইংরেজিতে 'Proposition' এবং বাংলায় 'যুক্তিবাক্য' বা বচন বলে। যুক্তিবাক্যই হলো যুক্তিবিদ্যার প্রাণকেন্দ্র। অর্থাৎ যুক্তিবাক্য ব্যতীত যুক্তিবিদ্যা কল্পনা করা যায় না। পি. এফ. স্ট্রসন (P. F. Strawson) যথার্থই বলেছেন যে,যুক্তিবিদ্যা হলো বচন সম্পর্কিত সাধারণ তত্ত্ব। যুক্তিবাক্য যুক্তির প্রধান অঙ্গ। যুক্তিবাক্য ছাড়া যুক্তি বা ন্যায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। তাই গতানুগতিক ও সমকালীন প্রতীকী যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিবাক্যের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময়০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা (Definition of Proposition)
পাঠ - ৪.২ : বাক্য ও যুক্তিবাক্য (Sentence and Proposition)
পাঠ - ৪.৩ : অবধারণ ও যুক্তিবাক্য (Judgement and Proposition)
পাঠ - ৪.৪ : যুক্তিবাক্যের গঠন (Structure of Proposition)
পাঠ - ৪.৫ : যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition)
পাঠ - ৪.৬ : ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর (Reduction of Sentences to Proposition)
পাঠ - ৪.৭ : পদের ব্যাপ্যতাও এর নিয়ম (Distribution of Terms and its Rules)
পাঠ - ৪.৮: বিভিন্ন যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্তি (Distrubution of Terms in Different Proposition**)**

পাঠ-৪.১ যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা (Definition of Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যুক্তিবাক্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা (Definition of Proposition) : আমাদের জ্ঞানগত ও যৌক্তিক চিন্তার একক হলো যুক্তিবাক্য। যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এল. এস. স্টেবিং (L.S Stebbing) বলেন, "যুক্তিবাক্য হচ্ছে তাই যার মাধ্যমে যে কোনো কিছু বিশ্বাস করা হয়, অবিশ্বাস করা হয়, সন্দেহ করা হয় অথবা সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়।" যেসব বিবৃতি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে এখানে তাকে যুক্তিবাক্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বাস্তবে যেসব বাক্য সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে যুক্তিবাক্য বলে।

কোনো কোনো যুক্তিবিদ মনে করেন যে, সাধারণত দু'টি পদের মাঝে কোনো সম্বন্ধের প্রকাশই হচ্ছে যুক্তিবাক্য। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হলো যে, অনেক যুক্তিবাক্যে সম্বন্ধের অস্বীকৃতি প্রকাশ পায়। এ সীমাবদ্ধতা এড়ানোর জন্য অনেক যুক্তিবিদ যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞায় বলেন, "দু'টি পদের সংযোজিত রূপের প্রকাশই হলো যুক্তিবাক্য। কিন্তু এরকম সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে পদের সংজ্ঞায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ পদের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য বা বিধেয়রূপে ব্যবহৃত হয় তাই পদ। অর্থাৎ পদের সংজ্ঞা ও যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞার মধ্যে চক্রক দোষ দেখা দেয়। তাই অনেকেই অবধারণের মাধ্যমে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দেওয়াকে ত্রুটিহীন মনে করেন। দু'টি ধারণাকে মানসিকভাবে তুলনা করা হলো অবধারণ। আর ভাষায় প্রকাশিত অবধারণের রূপকে বলা হয় যুক্তিবাক্য।

যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph) অবধারণ ও যুক্তিবাক্যকে এক ও অভিন্ন মনে করতেন । তাঁর মতে, অবধারণ হলো একটি বিবৃতি। আর কোনো কিছু বিবৃত করতে গেলেই তা ভাষায় প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এই ভাষায় প্রকাশিত বিবৃতিই হলো যুক্তিবাক্য। যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph) বলেন যে, অবধারণ এমন একটা আকার যার মাধ্যমে আমাদের বস্তু সম্পর্কিত চিন্তা প্রকাশিত হয়। (Judgement is the form in which our thought of things realized and that it is only in judgement that we form concepts.)

মূলত যুক্তিবাক্যের মানসিক রূপের সাহায্যে অবধারণ গঠন করা হয় এবং পদের সাহায্যে যুক্তিবাক্য গঠিত হয়। দু'টি পদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিকে যুক্তিবাক্য বলে। প্রত্যেক যুক্তিতে এক বা একাধিক বাক্যের সাহায্যে অন্য একটি বাক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ যুক্তি হলো এক বা একাধিক বাক্যের সমাহার। আবার যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় হিসেবে দুই ধরনের পদ পাওয়া যায়। এ কারণে যুক্তিবাক্যকে পদ ও অনুমান এ দু'দিক থেকে বিচার করা যায়। সুতরাং যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞাকে আমরা দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

অনুমানের দিক থেকে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ঃ যুক্তিবাক্য হলো অনুমানের এমন অংশ যেখানে কোনো কিছু সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া হয়। এ বিবৃতি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। যুক্তিবিদ এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing) বলেন যে, যুক্তিবাক্য হচ্ছে যে কোনো কিছু সম্পর্কে বিবৃতি যা অর্থপূর্ণভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।

অধুনা যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) যুক্তিবাক্যের আরো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞা উপস্থাপন করে বলেন যে, যুক্তিবাক্য হলো ঘোষণামূলক বাক্য ব্যবহার করে একটি বিবৃতি যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে– যদিও এর সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অজানা থাকতে পারে। (Proposition is a statement; what is typically asserted using a declarative sentence, and hence always either true or false– although truth of falsity may be unknown.)

এফ. এইচ.স্নাইডার (F. H. Snyder), ডি.এইচ.স্নাইডার (D.H. Snyder) ও রায়ান ওয়াসেরম্যান (Ryan Wasserman) অতি সংক্ষেপে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন, "একটি যুক্তিবাক্য হলো ঘোষণামূলক বাক্য যা সত্য বা মিথ্যা হয়।" (A statement is a declarative sentence that is either true or false.)

মূলত যুক্তিবাক্য হলো যুক্তিতে আশ্রয়বাক্য বা সিদ্ধান্ত হিসেবে ব্যবহৃত এমন একটি বিবৃতিমূলক বাক্য যা সত্য বা মিথ্যার যোগ্যতা রাখে।

পদের দিক থেকে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ঃ যুক্তিবাক্য হলো দু'টি পদের মধ্যে কোনো সম্পর্কের প্রকাশ। যখন কোনো একটি পদের সাথে অন্য একটি পদের সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধ বিবৃত হয় তখন তাই হলো যুক্তিবাক্য। অর্থাৎ দু'টি পদের মধ্যে

স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপক কোনো সম্পর্কের লিখিত বা মৌখিক বিবৃতিকে যুক্তিবাক্য বলে। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) বলেন, যুক্তিবাক্য আমাদের আলোচনার একটি অংশ– এমন অংশ যেখানে কোনো একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ে সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। অতএব, যুক্তিবাক্য একটি পদ সম্পর্কে অপর পদটির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে থাকে।

যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞার উপরোল্লিখিত দু'টি দিকের সমন্বয় করে আমরা বলতে পারি যে, যুক্তিবাক্য হলো যুক্তি প্রক্রিয়ার এমন একটি অংশ যা সর্বদা দু'টি পদের মধ্যে সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধের প্রকাশ করে।

উদাহরণ: 'সকল মানুষ হয় মরণশীল।'
'কোনো মানুষ নয় দেবতা।' ইত্যাদি হলো যুক্তিবাক্য

সারসংক্ষেপ

আমরা দু'টি ধারণার মাধ্যমে মানসিকভাবে অবধারণ গঠন করি। ভাষায় প্রকাশিত অবধারণকে যুক্তিবাক্য বলে। যুক্তিবাক্য হলো বিবৃতিমূলক বাক্য যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এর মাধ্যমে দু'টি পদের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ যুক্তিবাক্য একটি পদ সম্পর্কে অন্য পদটির স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবাক্য হলো-
(ক) যুক্তিবিদ্যার অংশ (খ) মনোভাবের প্রকাশ
(গ) দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা (ঘ) কতিপয় শব্দের অর্থপূর্ণ সমাহার

২। 'কিছু কবি হয় দার্শনিক'- এ বাক্যের পদগুলো হলো:
(ক) কিছু ও হয় (খ) কবি ও দার্শনিক
(গ) কবি ও হয় (ঘ) কিছু ও দার্শনিক

৩। যুক্তিবাক্য সম্পর্কে বলা যায়-
(i) বিবৃতিমূলক বাক্য যা সত্য / মিথ্যা হতে পারে
(ii) দু'টি পদের মধ্যে সম্বন্ধের স্বীকৃতি / অস্বীকৃতি
(iii) অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৪.২ বাক্য ও যুক্তিবাক্য (Sentence and Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাক্য ও যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- 'সকল যুক্তিবাক্যই বাক্য কিন্তু সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়'– ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাক্য ও যুক্তিবাক্যের সম্পর্ক (Relation between Sentence and Proposition) ঃ বাক্য শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ 'কথ্য বা লিখিত বিষয়'। বাক্য ভাষার মূল কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ কারণে বাক্য ভাষার মূল উপকরণ। ভাষা বাক্যের সমষ্টি। আমরা যা কিছু বলি, অর্থাৎ ভাষা ব্যবহার করি, সেগুলো বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে করি। পরস্পর অন্বিত বা অর্থ সম্বন্ধযুক্ত পদ সমষ্টির বিন্যাসে মনের ভাব যখন সম্পূর্ণ ও সুসংগতরূপে প্রকাশিত হয় সেই পদ সমষ্টিকে বাক্য বলে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যে পদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনো বিষয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই পদ বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য বলে।

ভাষাবিদ জ্যোতিভূষণ চাকী বলেছেন, যথাযথ বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি যদি একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে তবে তাকে বাক্য বলে।

উদাহরণ: মানসিকা বই পড়ছে– এটি বাংলা ভাষার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্থক বাক্য। এ বাক্যটির অন্তর্গত বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অন্বয় রয়েছে, পদগুলোর মাধ্যমে একটি অখন্ড ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং তা অর্থবহ।

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য, আর বাক্যের মূল উপাদান শব্দ। শব্দ ব্যবহার করে বাক্য হতে হলে–

ক. বাক্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে।

খ. বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টি পরস্পর অন্বয়যুক্ত বা সম্পর্ক অনুযায়ী যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট বা সংস্থাপিত হতে হবে। আর বাক্যের সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যস্থিত শব্দগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সাজাতে হবে।

গ. বাক্যস্থিত শব্দসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিল থাকতে হবে।

যেমন, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে' এ বাক্যটির বাক্য হওয়ার সকল যোগ্যতা রয়েছে।

বাক্য ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য ঃ বাক্য ও যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

ক. বাক্যের একক হলো শব্দ। আর যুক্তিবাক্যের একক হলো পদ।

খ. বাক্যে মোট দু'টি অংশ থাকে; উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কিন্তু যুক্তিবাক্যের চারটি অংশ থাকে; যথা– উদ্দেশ্য, বিধেয়, সংযোজন ও পরিমাণ।

গ. একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ থাকতে হয়; যথা- আকাঙ্খা, আসক্তি ও যোগ্যতা। একটি যুক্তিবাক্যের আবশ্যিক গুণ হলো সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা।

ঘ. বাক্যে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। যুক্তিবাক্যে গুণ ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন– 'মানুষ মরণশীল' বাক্যের যুক্তিসম্মত আকার হলো 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'।

ঙ. ব্যাকরণসম্মত বাক্যে সংযোজকটি সকল সময় উল্লিখিত হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যুক্তিবাক্যে সংযোজকটি অনিবার্যরূপে চিহ্নিত হতে হয়।

চ. ব্যাকরণে বাক্য পাঁচ রকমের হয়; কিন্তু বিবৃতিমূলক বাক্যই কেবল যুক্তিবাক্য বলে স্বীকৃত। অন্যান্য বাক্যগুলোকে যুক্তিবাক্যের কাঠামো অনুসারে রূপান্তর করলেই কেবল তাদেরকে যুক্তিবাক্য বলা যায়।

ছ. একই বাক্য ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা কিংবা একই ব্যক্তির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু যুক্তিবাক্যের অর্থ সকল ক্ষেত্রে একই হবে।

যুক্তিবাক্য ব্যাকরণসম্মত বাক্য হলেও সকল ব্যাকরণগত বাক্য যুক্তিবাক্য নয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বর্ণনা করতে গেলে, কোনো প্রশ্ন করতে গেলে, কোনো আদেশ বা অনুরোধ করতে হলে অথবা বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে আমরা তা ভাষায় বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করি। এর মধ্যে শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যই যুক্তিবাক্য হতে পারে। প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞামূলক, বিস্ময়সূচক ইত্যাদি বাক্যসমূহ যুক্তিবাক্য নয়। তাই বলা হয় যে, 'সকল যুক্তিবাক্যই বাক্য কিন্তু সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়।'

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যায় ব্যাকরণগত বাক্যই যুক্তিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে কেবল বিবৃতিমূলক বাক্যই যুক্তিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেসব বাক্যের সত্য বা মিথ্যা হওয়ার যোগ্যতা থাকে তাই বিবৃতিমূলক বাক্য। সকল যুক্তিবাক্যই বাক্য কিন্তু সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়। বাক্যের মাধ্যমে বিবৃতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস, প্রশ্ন, অনুজ্ঞা, বিস্ময়, আকাঙ্ক্ষা সকল কিছুই প্রকাশ করা যায়; কিন্তু যুক্তিবাক্যের মাধ্যমে কেবল তথ্য প্রকাশ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি আদর্শ আকার যুক্তিবাক্যের কাঠামো?
(ক) উদ্দেশ্য - বিধেয় - পরিমাণ - সংযোজক
(খ) উদ্দেশ্য - সংযোজক - বিধেয় - পরিমাণ
(গ) পরিমাণ - উদ্দেশ্য - বিধেয় - সংযোজক
(ঘ) পরিমাণ - উদ্দেশ্য - সংযোজক - বিধেয়

২। নিচের কোন্‌টি যুক্তিবাক্য?
(ক) আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।
(খ) আহ্ মরি! কী সুন্দর প্রভাত।
(গ) তারা কী জিতেছে?
(ঘ) সাহসী মাত্রেই বসুন্ধরার বীর।

৩। বাক্য ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য হলো-
(i) দু'টিই মনোভাবের প্রকাশ
(ii) বাক্যের একক শব্দ, যুক্তিবাক্যের একক পদ
(iii) সকল যুক্তিবাক্যই বাক্য; কিন্তু সকল বাক্য যুক্তিবাক্য নয়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-৪.৩ অবধারণ ও যুক্তিবাক্য (Judgement and Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য করতে পারবেন।

অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য (Deference between Judgement and Proposition) ঃ আমাদের চিন্তার প্রাথমিক স্তর হলো অবধারণ। অবধারণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। অবধারণের সাহায্যে আমরা দু'টি সার্বিক ধারণা বা প্রত্যয়কে মনে মনে তুলনা করে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি। দু'টি ধারণাকে মানসিকভাবে তুলনা করার প্রক্রিয়াই হলো অবধারণ। অর্থাৎ অবধারণের ক্ষেত্রে একটি ধারণার সাথে অন্য একটি ধারণার তুলনা করা হয়, সংযুক্ত করা হয় কিংবা একটি ধারণার সাপেক্ষে অন্য একটি ধারণার অনুপস্থিতির কথা ভাবা হয়। যখন আমরা বলি 'কাক হয় কালো' তখন আমরা 'কাক' এবং 'কালো' এ দু'টি ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে কালো গুণটি কাকের সম্পর্কে স্বীকার করি। আবার আমরা যখন বলি 'কোন মানুষ নয় চতুষ্পদ প্রাণী' তখন 'মানুষ' ও 'চতুষ্পদ প্রাণী' এ দু'টি প্রত্যয় বা ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে সকল মানুষ সম্পর্কে 'চতুষ্পদ প্রাণী' ধারণাটিকে অস্বীকার করি। সুতরাং দু'টি প্রত্যয় বা ধারণাকে তুলনা করে একটিকে অন্যটি সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করার মানসিক প্রক্রিয়াকে অবধারণ বলা হয়। আবার, অন্যভাবে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের প্রতিবিধেয় প্রয়োগের নামই হচ্ছে অবধারণ। যেমন– বিমূর্তভাবে আমরা 'ফুল' ও 'সুন্দর' দু'টি ধারণাকে সংযুক্ত করে ভাবতে পারি 'ফুল হয় সুন্দর'। অর্থাৎ ফুলের উদ্দেশ্যে সুন্দর বিধেয়টি প্রয়োগ করি। অন্যদিকে অবধারণের ভাষাগত রূপ হলো যুক্তিবাক্য অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশিত অবধারণই হলো যুক্তিবাক্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল যুক্তিবাক্যের প্রাথমিক রূপ হলো অবধারণ। তবে সকল অবধারণের পরবর্তী রূপ যুক্তিবাক্য নয়; শুধু ভাষায় প্রকাশিত অবধারণ হলো যুক্তিবাক্য।

অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এরা পরস্পর সুস্পষ্টভাবে আলাদা। অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের মদ্যে যেসব পার্থক্য দেখা যায় সেগুলো হলো:

ক. অবধারণ ধারণাকেন্দ্রিক। কারণ অবধারণ হলো দু'টি ধারণার মানসিক সংযুক্তিকরণ। কিন্তু যুক্তিবাক্য হলো পদকেন্দ্রিক, যুক্তিবাক্য দু'টি পদের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে।

খ. অবধারণ হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া। আর যুক্তিবাক্য হলো অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ।

গ. অবধারণের কোন অংশ বিন্যাস নেই। কিন্তু যুক্তিবাক্যের চারটি অংশ রয়েছে; যথা– পরিমাণ-উদ্দেশ্য-সংযোজক-বিধেয়।

ঘ. অবধারণের একক হলো ধারণা। আর যুক্তিবাক্যের একক হলো পদ।

ঙ. সকল যুক্তিবাক্য অবধারণ হলেও সকল অবধারণ যুক্তিবাক্য নয়। কেবল ভাষায় প্রকাশিত অবধারণই যুক্তিবাক্য।

চ. অবধারণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বলে এর ক্ষেত্রে সত্য বা মিথ্যার প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার প্রশ্নটি জড়িত। কেননা যুক্তিবাক্য ভাষায় প্রকাশিত বিবৃতিমূলক বাক্য হয় বলে তাকে হয় সত্য অথবা মিথ্যা হবার যোগ্যতা থাকতে হয়।

ছ. অবধারণ আসলে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কারণ মনের মধ্যে কি ধরনের চিন্তার সূত্রপাত হয়, কোথা থেকে হয়, কেন হয় ইত্যাদি বিষয় মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে যুক্তিবাক্য হলো যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু। কারণ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক যুক্তিবাক্য নিয়ে।

জ. অবধারণের ক্ষেত্রে কোন ছকবাঁধা নিয়ম নেই। কিন্তু যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

ঝ. অবধারণের পরিসর তুলনামূলকভাবে ব্যাপকতর। কিন্তু যুক্তিবাক্যের পরিসর তুলনামূলকভাবে সীমিত।

যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph) সহ অনেক ভাববাদী আধুনিক দার্শনিক অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য স্বীকার করেন না। তবে প্রচলিত অর্থে অবধারণ ও যুক্তিবাক্যকে অভিন্ন বলে বিবেচনা করা হয় না। বরং অধিকাংশ যুক্তিবিদ মনে করেন যে, অবধারণ চিন্তার অপ্রকাশিত পর্যায়। আর অবধারণের প্রকাশিত রূপই হলো যুক্তিবাক্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্যেরএকটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

আমাদের সাজানো-গোছানো চিন্তার প্রাথমিক স্তর হলো অবধারণ। অবধারণে দু'টি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। অবধারণকে ভাষায় প্রকাশ করা হলে তা হয়ে যায় যুক্তিবাক্য। অবধারণ মানসিক প্রক্রিয়া বলে এর পরিসর যুক্তিবাক্যের তুলনায় ব্যাপকতর। অবধারণ কোনো নিয়ম মেনে গঠন করা হয় না, কিন্তু যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অবধারণ একটি-

(ক) মানসিক প্রক্রিয়া (খ) লৈখিক প্রক্রিয়া

(গ) যৌগিক প্রক্রিয়া (ঘ) স্মৃতি রোমন্থন প্রক্রিয়া

২। কোন যুক্তিবিদ অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের মধ্যেকার পার্থক্য স্বীকার করেন না?

(ক) যুক্তিবিদ বার্নাড বোসাঙ্কে (খ) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড

(গ) যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ জে. এস. মিল

৩। অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্য হলো-

(i) অবধারণ ধারণা কেন্দ্রিক, আর যুক্তিবাক্য পদ কেন্দ্রিক

(ii) সকল যুক্তিবাক্য অবধারণ থেকে উদ্ভুত হলেও সকল অবধারণ থেকে যুক্তিবাক্য পাওয়া যায় না

(iii) যুক্তিবাক্য সত্য-মিথ্যা হলেও অবধারণ সত্য-মিথ্যা হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৪.৪ যুক্তিবাক্যের গঠন (Structure of Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানতে পারবেন
- যুক্তিবাক্যের গঠন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সংযোজকের প্রকৃতি আলোচনা করতে পারবেন।

যুক্তিবাক্যের বিভিন্ন অংশ ও এর গঠন (Different Parts of Proposition and its Structure) ঃ যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি থেকে আমরা দেখেছি যে, একটি যুক্তিবাক্যে দু'টি পদ থাকে; যথা– উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশিত হয় 'হয়' (verb to 'be') ক্রিয়াপদের বিভিন্ন আকার দ্বারা। একে সংযোজক বলে। একটি যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের কত সংখ্যক সদস্য সম্পর্কে বিবৃতি উপস্থাপন করা হয় বা উদ্দেশ্য বিধেয়ের কত সংখ্যক সদস্যের সাথে সম্পর্কিত হয় তা প্রকাশ করে পরিমাণ। তাহলে দেখা যায় যে, একটি যুক্তিবাক্য গঠিত হয় চারটি অংশ নিয়ে; যথা–

ক. উদ্দেশ্য (Subject)
খ. বিধেয় (Predicate)
গ.সংযোজক (Copula)
ঘ.পরিমাণজ্ঞাপক শব্দ (Quantifier)

ক. উদ্দেশ্য: কোনো যুক্তিবাক্যে কোনো পদ সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন– 'স্কুল শিক্ষক হন দায়িত্ববান' এবং 'কিছু সৈনিক নয় ভীরু' এ যুক্তিবাক্য দু'টিতে 'শিক্ষক' ও 'সৈনিক' হলো উদ্দেশ্য।
খ. বিধেয়: কোনো যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে বিধেয়। যেমন– 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এবং 'কোনো মানুষ নয় দেবতা' যুক্তিবাক্য দু'টিতে 'সুন্দর' ও 'দেবতা' হলো বিধেয়।
গ. সংযোজক: যে শব্দের সাহায্যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে স্বীকৃতিবা অস্বীকৃতিপ্রকাশ করা হয় তাকে বলে সংযোজক। যেমন– 'সকল ফুল হয় সুন্দর' এবং 'কোন মানুষ নয় (হয় না) দেবতা' যুক্তিবাক্য দু'টিতে 'হয়' ও 'নয়' হলো সংযোজক।
ঘ. পরিমাণক: যুক্তিবাক্যে যে সব শব্দ উদ্দেশ্য পদের সংখ্যা অর্থাৎ পরিমাণ নির্দেশ করে তাকে পরিমাণক বলে। যেমন– 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এবং 'কিছু আম নয় মিষ্টি' যুক্তিবাক্য দু'টিতে 'সকল' ও 'কিছু' হলো পরিমাণক।
উপর্যুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যুক্তিবাক্যের কাঠামো নির্দেশ করার ক্ষেত্রে প্রথমে আসে পরিমাণক, তাপর উদ্দেশ্য, এরপর সংযোজক এবং সবশেষে বিধেয়। যুক্তিবাক্যের কাঠামো নিম্নে তুলে ধরা হলো:
পরিমাণক (Quantifier)⇨ উদ্দেশ্য (Subject)⇨ সংযোজক (Copula)⇨ বিধেয় (Predicate)

উদাহরণ:	সকল	মানুষ	হয়	মরণশীল
	⇩	⇩	⇩	⇩
	পরিমাণ	উদ্দেশ্য	সংযোজক	বিধেয়

সংযোজকের প্রকৃতি (Nature of Copula) ঃ যুক্তিবাক্যের যে অংশটি উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে তাই হলো সংযোজক। অর্থাৎ যে শব্দটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে সম্পর্কে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশের চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় তাই হলো সংযোজক। যদিও সংযোজক কোনো পদ নয়; কিন্তু সংযোজক ব্যতীত উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব নয়। আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) সংযোজকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "একটি নিরপেক্ষ বচনে 'হয়' ক্রিয়া পদের যে আকার উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে তাকে সংযোজক বলে। (Any form of verb 'to be' that serves to connect the subject term and the predicate term of a categorical proposition)। তাঁরা মনে করেন যে, একটি যুক্তিবাক্যের আদর্শ কাঠামো বিন্যাসের চারটি অংশ আবশ্যিক অংশ হলো সংযোজক।
উদাহরণ: 'সকল দার্শনিক হয় জ্ঞানী' যুক্তিবাক্যটিতে 'হয়' হলো সংযোজক।
সংযোজকের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক জানা প্রয়োজন।

প্রথমত: সংযোজকের কাল সম্পর্কিত প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সংযোজক কোন কালের হবে। যুক্তিবিদ উইলিয়ামস্টারলিং হ্যামিলটন (William Stirling Hamilton), হেনরি ম্যানসেল (Henry Mansel), থমাস ফাউলার

(Thomas Fowler), হব্‌স (Hobbes) প্রমুখ যুক্তিবিদ মনে করেন যে, সংযোজক সর্বদাই 'হওয়া' (verb 'to be') ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ হবে। কিন্তু যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill)-এর মতে, সংযোজক যে কোনো কাল সূচক চিহ্ন হতে পারে। যেমন– 'হয়', 'হবে', 'ছিল' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সংযোজকের কাজ হচ্ছে দু'টি পদের মধ্যে সম্পর্ককে বর্ণনা করা। অর্থাৎ পদ দু'টির মধ্যে বর্তমানে কি সম্পর্ক আছে তা প্রকাশ করা। তাই কালের পরিবর্তনের সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই। সুতরাং সংযোজক সব সময়ই বর্তমান কালসূচক চিহ্ন হবে।

দ্বিতীয়ত: সংযোজক সদর্থক হবে, না নঞর্থক হবে– এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় হব্‌স (Hobbes) ও তাঁর অনুসারীরা মনে করেন যে, সংযোজক সর্বদাই সদর্থক হতে বাধ্য। তাঁরা নঞর্থক বাক্যের অস্বীকৃতিজ্ঞাপক চিহ্নকে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদের সাথে যুক্ত করে মূল বাক্যটিকে সদর্থক বাক্যে রূপান্তরের কথা বলেন। যেমন– 'কোনোআম নয় টক' এ যুক্তিবাক্যটিকে তাঁরা 'সকল আম হয় মিষ্টি'-এ আকারে প্রকাশ করেন।অধিকাংশ যুক্তিবিদ হব্‌স (Hobbes) ও তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতা করে বলেন, যুক্তিবাক্য হচ্ছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে একটি সম্পর্করচনাকারী প্রক্রিয়া। এ সম্পর্ক সদর্থক ও নঞর্থক উভয়ই হতে পারে। এ হিসেবে সংযোজক সদর্থক ও নঞর্থক হতে বাধ্য।

তৃতীয়ত: সংযোজক যুক্তিবাক্যের অপরিহার্য অংশ কি-না এ প্রশ্নের জবাবে যুক্তিবিদ এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (H.W.B. Joseph) মনে করেন যে, সংযোজক উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ থেকে আলাদা কোনো অংশ নয়। কিন্তুযুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I.M. Copi) এবং কার্ল কোহেন (Carl Cohen) মনে করেন যে, যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের সাথে আরো দু'টি অপরিহার্য অংশ হলো পরিমাণ ও সংযোজক।

চতুর্থত: যুক্তিবাক্যে সংযোজক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। বাংলা ভাষায় সংযোজকের ব্যবহার খুবই বিরল। ইংরেজি ভাষায়ও দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযোজক সুস্পষ্টভাবে করা হয় না। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্যের মর্যাদা পেতে হলে তাতে অবশ্যই সংযোজকের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংযোজক যুক্তিবাক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অংশ। এটা 'হয়' ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ হবে এবং সদর্থক ও নঞর্থক উভয়ই হতে পারে। সংযোজককে যুক্তিবাক্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	যুক্তিবাক্যের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে একটি সারণী তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবাক্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে গঠন করতে হয়। এর চারটি অংশ রয়েছে: পরিমাণ, উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়। যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের সংখ্যা নির্দেশ করে পরিমাণ, যার সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাই উদ্দেশ্য,উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাই বিধেয় এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধ সূচক চিহ্ন হলো সংযোজক। যুক্তিবাক্যে সাধারণত সংযোজক হিসেবে 'হওয়া' ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সংযোজকের সঠিক রূপ কোন্‌টি-
(ক) 'হয়' ক্রিয়ার অতীত কালের রূপ (খ) 'হয়' ক্রিয়ার যেকোনো কালের রূপ
(গ) 'হয়' ক্রিয়ার যেকোনো রূপ (ঘ) 'হয়' ক্রিয়ার বর্তমান কালের রূপ

২। একটি যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ থাকে?
(ক) ৪টি (খ) ৩টি (গ) ৫টি (ঘ) ২টি

৩। 'সক্রেটিস হন সর্বকালের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব'- এ যুক্তিবাক্যের-
(i) 'সক্রেটিস' উদ্দেশ্য পদ (ii) 'হন'সংযোজক
(iii) 'সর্বকালের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব' বিধেয়ক

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৪.৫ যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যুক্তিবাক্যের প্রকরণগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারবেন।

যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ ঃ যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ করা একটি জটিল কাজ। বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্ন বিভাজন নীতি অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। আমরা এখানে যুক্তিবাক্যের প্রধান ভাগগুলো আলোচনা করবো। যুক্তিবাক্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

ক. নিরপেক্ষ বা শর্ত নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য (Categorical Proposition), এবং
খ. সাপেক্ষ বা শর্ত সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য (Conditional Proposition)

নিরপেক্ষ বা শর্ত নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য : যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ শর্তহীন তাকে নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে কোনো রকম শর্তের উপর নির্ভর না করে কোনো বক্তব্যকে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়। যেমন– 'সকল খেলোয়াড় হয় পরিশ্রমী', 'কোনো শ্রমিক নয় ধনী' এ যুক্তিবাক্য দু'টির প্রথমটিতে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে শর্তহীনভাবে স্বীকার এবং দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধ শর্তহীন।
নিরপেক্ষ বচনকে বিভিন্ন বিভাজন নীতি অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যায় যা নিচে ছকের সাহায্যে দেখানো এবং পরবর্তীতে সংজ্ঞাসহ উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

সাপেক্ষ বা শর্ত সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য : যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক শর্তাধীন থাকে তাকে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে কোনো শর্ত সাপেক্ষে কোনো বক্তব্য বিষয়ের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি উপস্থাপন করা হয়। যেমন– 'যদি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে' এবং 'হয় অন্ধ ছাত্ররা অথবা খোঁড়া ছাত্ররা সাহায্য পাবে'। প্রথম যুক্তিবাক্যটির মূল বক্তব্য হলো 'সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া', কিন্তু এটি নির্ভর করে 'দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া' শর্তের উপর। দ্বিতীয় যুক্তিবাক্যটির মূল বক্তব্য হলো 'ছাত্রদের সাহায্য পাওয়া'; কিন্তু এটি নির্ভর করে 'অন্ধ অথবা খোড়া' হওয়ার উপর। এ দু'টি সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যের প্রকৃতি দু'রকম। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য দুই প্রকার; যথা:

ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য (Hypothetical Proposition)
খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Disjunctive Proposition)

নিম্নে ছকের সাহায্যে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করা হলো:

যুক্তিবাক্য	বিভাজন নীতি	প্রকারভেদ
নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য	১। গঠন অনুসারে (According to composition)	ক. সরল বচন (Simple Proposition) খ. যৌগিক বচন (Compound Proposition) ↓ সংযোজক যুক্তিবাক্য (Copulative Proposition) বিয়োজক যুক্তিবাক্য (Remotive Proposition) অসংগতিবাচক যুক্তিবাক্য (DiscretiveProposition) যোগাত্মক যুক্তিবাক্য (Exporible Proposition)
	২। নিশ্চয়তা অনুসারে (According to Modality)	ক. অনিবার্য যুক্তিবাক্য (Necessary Proposition) খ. বিবরণিক যুক্তিবাক্য (Assertory Proposition) গ. সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য (Provability Proposition)
	৩। তাৎপর্য অনুসারে (According to Significance)	ক. বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Verbal Proposition) খ. সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Real Proposition)
	৪। গুণ অনুসারে (According to Quality)	ক. সদর্থক যুক্তিবাক্য (Affirmative Proposition) খ. নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Negative Proposition)
	৫। পরিমাণ অনুসারে (According to Quantity)	ক. সার্বিক যুক্তিবাক্য (Universal Proposition) খ. বিশেষ যুক্তিবাক্য (Particular Proposition)

	৬। গুণ ও পরিমাণ অনুসারে (According to Quality and Quantity)	ক. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmativeroposition) খ. সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Negative Proposition) গ. বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Proposition) ঘ. বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Negative Proposition)
সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য		ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য (Hypothetical Proposition) খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Disjunctive Proposition) গ্রহণমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বর্জনমূলক বৈকল্পিকযুক্তিবাক্য

গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Composition) ঃ গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা:

ক. সরল যুক্তিবাক্য (Simple Proposition), এবং

খ. যৌগিক যুক্তিবাক্য (Compound Proposition)

সরল যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যে শুধুমাত্র একটি অবধারণ থাকে তাকে সরল যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে। সমকালীন যুক্তিবিদ্যায় সরল যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞায় বলা হয়, যে যুক্তিবাক্যের কোনো অংশ স্বতন্ত্রভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ যুক্তিবাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে সরল যুক্তিবাক্য বলে। যেমন 'সকল বাঘ হয় প্রাণী' একটি সরল যুক্তিবাক্যের উদাহরণ।

যৌগিক যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যে একাধিক অবধারণ প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য পদ ও একাধিক বিধেয় পদ থাকতে পারে। যৌগিক যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রেদু'টি বা তার বেশি যুক্তিবাক্যকে মিলিতভাবে প্রকাশ করা হয়। তবে যৌগিক বাক্য গঠনের জন্য একাধিক সরল যুক্তিবাক্যকে যৌগিক চিহ্নের সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়। যেমন– 'চক হয় সাদা ও শক্ত' যুক্তিবাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দু'টি সরল যুক্তিবাক্য পাওয়া যায় 'চক হয় সাদা' এবং 'চক হয় শক্ত'।

যৌগিক যুক্তিবাক্যগুলোকে চার শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা:

১. সংযোজক যুক্তিবাক্য (Copulative Proposition)
২. বিয়োজক যুক্তিবাক্য (Remotive Proposition)
৩. অসংগতিবাচক যুক্তিবাক্য (Discretive Proposition)
৪. যোগাত্মক যুক্তিবাক্য (Exponible Proposition)

১. সংযোজক যুক্তিবাক্য: যে যৌগিক যুক্তিবাক্যে দুই বা তার বেশি সদর্থক যুক্তিবাক্যকে একত্রে প্রকাশ করা হয় তাকে সংযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'সকল শিক্ষক হয় সৎ ও পরিশ্রমী'। এ যৌগিক যুক্তিবাক্যটিতে দু'টি সরল যুক্তিবাক্য 'সকল শিক্ষক হয় সৎ' এবং 'সকল শিক্ষক হয় পরিশ্রমী' একত্রিত করা হয়েছে।

২. বিয়োজক যুক্তিবাক্য: যে যৌগিক যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক নঞর্থক সরল যুক্তিবাক্য একত্রে প্রকাশিত হয় তাকে বিয়োজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'কোন ছাত্র নয় ঠগ্ ও প্রতারক' এ যৌগিক যুক্তিবাক্যটিতে দু'টি নঞর্থক সরল যুক্তিবাক্য– 'কোনো ছাত্র নয় ঠগ্' এবং 'কোনো ছাত্র নয় প্রতারক' একত্রিত করা হয়েছে।

৩. অসংগতিবাচক যুক্তিবাক্য: যে যৌগিক যুক্তিবাক্য একাধিক সরল যুক্তিবাক্যকে 'কিন্তু', 'হলেও' ইত্যাদি বিরোধমূলক বা অসঙ্গতি মূলক শব্দের দ্বারা একত্রিত করে প্রকাশ করা হয় তাকে অসঙ্গতিমূলক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'সকল বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমী হলেও দরিদ্র'।

৪. যোগাত্মক যুক্তিবাক্য: যে যৌগিক যুক্তিবাক্যে একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য থাকে তাকে যোগাত্মক যুক্তিবাক্য বলে। গঠনের দিক থেকে যোগাত্মক যুক্তিবাক্যকে আপাত দৃষ্টিতে সরল বলে মনে হয়। কিন্তু একে একটু মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক– দু'টি সরল যুক্তিবাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন– 'পারদ ব্যতীত সকল ধাতু হয় কঠিন'– এ যুক্তিবাক্যটির মধ্যে দু'টি সরল যুক্তিবাক্য 'সকল ধাতু হয় কঠিন' এবং 'পারদ নয় কঠিন' রয়েছে।

নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Modality) ঃ একটিযুক্তিবাক্য কীভাবে সত্য তা যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বা কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যকার সম্পর্কের সত্যতা যে মাত্রার উপর নির্ভরশীল তাকে যুক্তিবাক্যের প্রকারতা বা নিশ্চয়তা (Modality) বলে। নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়; যথা–

ক. অনিবার্য যুক্তিবাক্য (Necessary Proposition),

খ. বিবরণিক যুক্তিবাক্য (Assertory Proposition), এবং

গ. সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য (Problematic Proposition)

ক. অনিবার্য যুক্তিবাক্য: যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক অনিবার্যভাবে সত্য তাকে অনিবার্য যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে বর্ণিত দেশ-কাল ও অভিজ্ঞতামূলক ঘটনাবলি নিরপেক্ষভাবেই সর্বদা সত্য হয়। যেমন– 'দুই যোগ দুই চার হয়', 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান' প্রভৃতি হলো অনিবার্য যুক্তিবাক্য।

খ. বিবরণিক যুক্তিবাক্য: যে যুক্তিবাক্য কোনো অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্য প্রকাশ করে তাকে বিবরণিক যুক্তিবাক্য বলে। অর্থাৎ বিবরণিক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্কের সত্যতা আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। এসব যুক্তিবাক্যে আমাদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্যতা প্রকাশ করা হয়। যেমন– 'সব কাক হয় কালো'। এ ধরনের যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা যতদূর সত্য এ যুক্তিবাক্যও ততদূর সত্য।

গ. সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য: যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্বন্ধের সম্ভাব্যতা প্রকাশ করা হয় তাকে সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যে কোনো বিধেয় প্রয়োগ করা হয় না; কোনো বিধেয় প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে শুধু তাই বলা হয়। যেমন– 'আজ বৃষ্টি হতে পারে'। এক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্য যেমন সত্য হতে পারে, তেমনি মিথ্যাও হতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে সম্পর্কের একটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Significance) ঃ তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; যথা–

ক. বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Verbal/Analytic Proposition), এবং
খ. সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য (Real/Synthetic Proposition)

ক. বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য: যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত ধারণায় নতুন কিছু যোগ করে না, কেবলমাত্র উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে; কিংবা উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে যা নিহিত কেবলমাত্র তাকে বিশদভাবে প্রকাশ করে তাকেই বিশ্লেষক বচন বলে। অধ্যাপক জন হসপার্স (John Hospers) বলেন, বিশ্লেষক বচন হলো সে বচন যার বিধেয় পদে উদ্দেশ্য পদের আংশিক বা সামগ্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য বিবৃত করে না। যেমন– 'সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব', 'ব্যাচেলর হয় অবিবাহিত যুবক'। এসব যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদে যা বলা রয়েছে বিধেয় পদে তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে মাত্র।

সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কে পাওয়া যায় না, বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন কোনো তথ্য উপস্থাপন করে তাকে সংশ্লেষক বচন বলা হয়। যেমন– 'সকল প্রাণী হয় মরণশীল', 'সকল শিক্ষক হয় সৎ' ইত্যাদি। এ বাক্যগুলোর বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদেরকে নতুন তথ্য প্রদান করে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এ ধরনের বাক্যের সত্যতা নির্ধারণ করতে হয়। এ ধরনের বাক্য আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য যোগ করে।

গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Quality) ঃ গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. সদর্থক যুক্তিবাক্য (Affirmative Proposition), এবং
খ. নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Negative Proposition)

সদর্থক যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ তার উদ্দেশ্য পদের সমগ্র বা অংশবিশেষ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করে তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'সকল মানুষ হয় মরণশীল', 'কিছু ফুল হয় সুন্দর' প্রভৃতি সদর্থক যুক্তিবাক্যের উদাহরণ। সদর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে সম্পর্কের স্বীকৃতি প্রকাশ করা হয়।

নঞর্থক যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ তার উদ্দেশ্য পদের সমগ্র বা অংশবিশেষ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে তাকে বলে নঞর্থক যুক্তিবাক্য। 'কিছু ফুল নয় সুন্দর', 'কোনো প্রাণী নয় চিরজীবী' প্রভৃতি হলো নঞর্থক যুক্তিবাক্যের দৃষ্টান্ত। নঞর্থক যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সম্পর্কের অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হয়।

পরিমাণঅনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Quantity)ঃ পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. সার্বিক যুক্তিবাক্য (Universal Proposition), এবং
খ. বিশেষ যুক্তিবাক্য (Particular Proposition)

ক. সার্বিক যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'সকল মানুষ হয় মরণশীল', 'মাসফিকা হয় মেধাবী' ইত্যাদি হলো সার্বিক যুক্তিবাক্য। সার্বিক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ একটি শ্রেণির সকল সদস্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে।

খ. বিশেষ যুক্তিবাক্য ঃ যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'কিছু মানুষ হয় চালাক', 'কিছু আম নয় মিষ্টি' ইত্যাদি হলো বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদাহরণ। বিশেষ যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ একটি শ্রেণির কতিপয় সদস্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে।

গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Proposition According to Quality and Quantity) ঃ গুণ ও পরিমাণের যুক্তভিত্তিতে যুক্তিবাক্যকে চারভাগে ভাগ করা যায়; যথা–

ক. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Affirmative Proposition)
খ. সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Universal Negative Proposition)
গ. বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Affirmative Proposition)
ঘ. বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (Particular Negative Proposition)

গুণ ও পরিমাণের যুক্তভিত্তিতে ভাগ করা যুক্তিবাক্যের এ বিন্যাসপ্রণালীকে চতুর্বর্গবিন্যাস প্রণালী (Four Fold Scheme) বলে। মধ্যযুগের শুরু থেকেই এ চার ধরনের বচনের প্রতীক হিসেবে রোমান বর্ণমালা প্রথম চারটি স্বরবর্ণ ব্যবহার করা হয়। এ সময় ল্যাটিন ভাষায় যুক্তিবিদ্যা ব্যাপক চর্চা করা হতো।

সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য – A
সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য – E
বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য – I
বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য – O

সদর্থক যুক্তিবাক্যগুলোর প্রতীক A ও I নেওয়া হয়েছে ল্যাটিন শব্দ affirmo এর প্রথম দু'টি স্বরবর্ণ থেকে।affirmoএর অর্থ হলো 'I affrim' অর্থাৎ 'আমি স্বীকার করি'। নঞর্থক যুক্তিবাক্যগুলোর প্রতীক E ও O নেওয়া হয়েছে ল্যাটিন শব্দ negoএ দু'টি স্বরবর্ণ থেকে। negoএর অর্থ হলো 'I deny' মানে 'আমিস্বীকার করি না'। তাহলে

		n
সার্বিক যুক্তিবাক্য	A	E
	f f	g
বিশেষ যুক্তিবাক্য	I	O
	r m o	

আমরাএ চারটি বাক্যের নাম থেকেই বুঝতে পারি যে, যুক্তিবাক্যের শুরুতেই আসে পরিমাণ এবং তার পরে আসে গুণ।

❑ **ক. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (A) ঃ** যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করে, তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'সকল কৃষক হয় দরিদ্র'। এ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যকে S এবং বিধেয়কে P ধরলে প্রতীকের আকারে বাক্যটি দাঁড়াল All S is P।

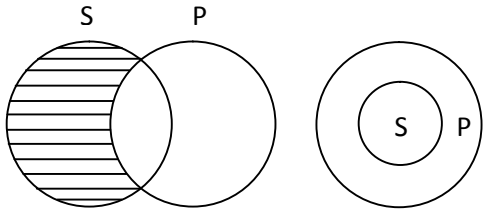

চিত্র: A: All S is P

❑ **খ. সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (E) ঃ** যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে তাকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'কোনো ব্যবসায়ী নয় দরিদ্র'। এর প্রতীকী রূপ হলো No S is P

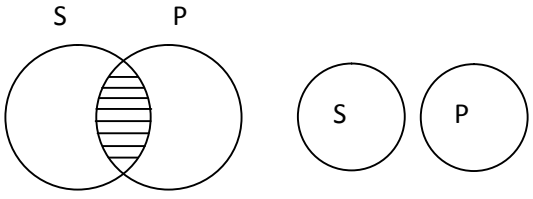

চিত্র: E: No S is

❑ **গ. বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য** (I) ঃ যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করে তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'কিছু মানুষ শিক্ষিত'। এর প্রতীকায়িত রূপ হলো Some S is P। বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের কতিপয় সদস্য সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার করে। পাশের চিত্রানুসারে, S এর কমপক্ষে একটি সদস্যP এরও সদস্য। এখানে কমপক্ষে একটি সদস্যকে x দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

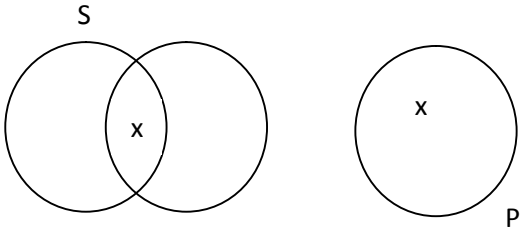

চিত্র: I: Some S is P

গ. বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (O) ঃ যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু অস্বীকার করে তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত'। এর প্রতীকায়িত রূপ হলো Some S is not P। পাশের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, S শ্রেণীর কমপক্ষে একটি সদস্য আছে যে P শ্রেণীর সদস্য নয়। 'কমপক্ষে একটি সদস্য'কে x দ্বারা প্রকাশ করা হয়।সহজে বোঝার সুবিধার্থে গুণ ও পরিমাণের যুক্তভিত্তিতে বিভাজিত চার ধরনের যুক্তিবাক্য নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হলো:

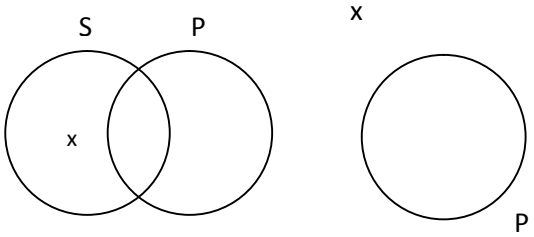

চিত্র:I: Some S is not P

যুক্তিবাক্যের নাম	প্রতীক	পরিমাণ	গুণ	বাস্তব দৃষ্টান্ত	প্রতীকায়িত দৃষ্টান্ত
সার্বিক সদর্থক	A	সার্বিক	সদর্থক	সকল কৃষক হয় দরিদ্র	All S is P
সার্বিক নঞর্থক	E	সার্বিক	নঞর্থক	কোনো কৃষক নয় দরিদ্র	No S is P
বিশেষ সদর্থক	I	বিশেষ	সদর্থক	কিছু কৃষক হয় দরিদ্র	Some S is P
বিশেষ নঞর্থক	O	বিশেষ	নঞর্থক	কিছু কৃষক নয় দরিদ্র	Some S in not P

সাপেক্ষ বা শর্তসাপেক্ষ যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Conditional Statement) ঃ সাপেক্ষ বা শর্ত সাপেক্ষ বচনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য (Hypothetical Proposition), এবং
খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Disjunctive Proposition)

❑ **ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য** ঃ কোনো সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে শর্ত ও মূল বক্তব্য 'যদি...তবে' (If...Then), 'যখন...তখন' বা এর কোনো সমার্থক যোজক দ্বারা যুক্ত থাকলে তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'যদি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে' একটি প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য। এ বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর মূল বক্তব্য হলো 'দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে' এবং শর্ত হলো 'দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া'।

উল্লেখ্য, প্রাকল্পিক বাক্যের দু'টি অংশ থাকে; যথা– মূল বক্তব্য ও শর্তমূলক অংশ। প্রাকল্পিক বাক্যের শর্তমূলক অংশকে বলা হয় পূর্বগ (Antecedent) এবং মূল বক্তব্য অংশটিকে বলা হয় অনুগ (Consequent)।

❑ **খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য** ঃ যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যে দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য পরস্পর বিকল্পরূপে 'হয়...অথবা' বা এর কোনো সমার্থক যোজক দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'হয় অন্ধ ছাত্ররা অথবা খোঁড়া ছাত্ররা দরিদ্র তহবিল থেকে সাহায্য পাবে।' সাধারণত একটি বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য দু'টি বিকল্প থাকে।

যুক্তিবিদ আাই. এম. কপি (I.M. Copi) বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন; যথা–

১. গ্রহণমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Inclusive Disjunctive Proposition), এবং
২. বর্জনমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (Exclusive Disjunctive Proposition)

১. গ্রহণমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য: যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের দু'টি বিকল্পকে একই সাথে গ্রহণ করা যায় তাকে গ্রহণমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'হয দরিদ্র ছাত্ররা অথবা মেধাবী ছাত্ররা সাহায্য পাবে।' এ যুক্তিবাক্য অনুসারে কোনো ছাত্র দরিদ্র হলে যে সাহায্য পাবে, কোনো ছাত্র মেধাবী হলে সেও সাহায্য পাবে; আবার একজন ছাত্র একই সাথে দরিদ্র ও মেধাবী হলে সেও সাহায্য পাবে। এক্ষেত্রে দু'টি বিকল্পকেই একত্রে গ্রহণ করা যায়।

২. বর্জনমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য: যে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের দু'টি বিকল্পের মধ্যে কেবল একটিকে গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যটিকে বর্জন করতে হয় তাকে বর্জনমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন– 'হয় অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ কমিটির সভাপতি হবেন'। এ যুক্তিবাক্যটির ক্ষেত্রে একটি বিকল্পকে গ্রহণ করতে হয় এবং অন্য বিকল্পটিকে বর্জন করতে হয়।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের গুণ ঃ বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য সকল ক্ষেত্রেই সদর্থক। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের প্রকৃতিই এরূপ যে, তা শুধু

সদর্থক হতে পারে। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে এমন দু'টি বিকল্প থাকে যার মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে হয়। দু'টি বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করলেই বাক্যটি সদর্থক হয়ে যায়। তাই বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের নঞর্থক হওয়ার সুযোগ নেই।

বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের পরিমাণ ঃ বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য সার্বিক অথবা বিশেষ হতে পারে। বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্যের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হয় বাক্যটি সার্বিক অথবা বিশেষ। যেমন– 'মানুষ হয় শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত'–এ যুক্তিবাক্যটি একটি সার্বিক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য এবং 'কিছু মানুষ হয় সৎ অথবা অসৎ'–এ যুক্তিবাক্যটি একটি বিশেষ বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে যুক্তিবাক্যের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে ছকের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো:

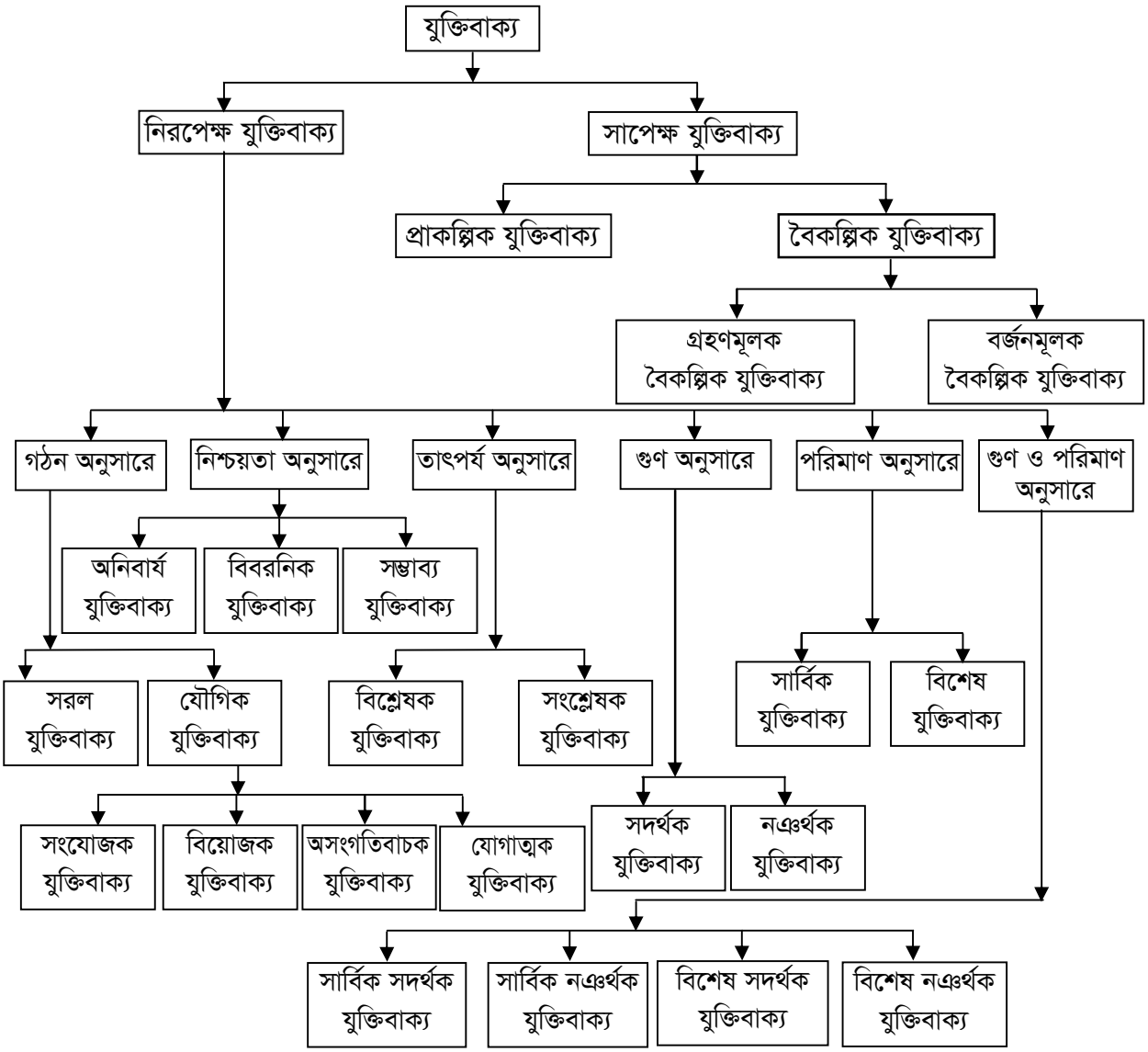

উদাহরণ:

- সরল যুক্তিবাক্য : সকল মানুষ হয় মরণশীল
- সংযোজক যুক্তিবাক্য : সকল শিক্ষক হয় পরিশ্রমী ও দয়ালু
- বিয়োজিক যুক্তিবাক্য : কোন ছাত্র নয় ভন্ড ও বেয়াদব
- অসংগতিবাচক যুক্তিবাক্য : সকল ব্যবসায়ী পরিশ্রমী হলেও অসৎ
- যোগাত্মক যুক্তিবাক্য : পারদ ব্যতীত সকল পদার্থ হয় কঠিন
- অনিবার্য যুক্তিবাক্য : দুই যোগ তিন পাঁচ হয়
- নঞর্থক যুক্তিবাক্য : কিছু ছাত্র নয় পরিশ্রমী
- সার্বিক যুক্তিবাক্য : সকল শিক্ষক হয় দায়িত্ববান
- বিশেষ যুক্তিবাক্য : কিছু শিক্ষক হয় দায়িত্ববান
- সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য : সকল কৃষক হয় দরিদ্র
- সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য : কোন কৃষক নয় দরিদ্র

- বিবরণিক যুক্তিবাক্য : সকল কাক হয় কালো
- সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য : এ মাসে ঝড় হতে পারে
- বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য : সকল বিধবারা হয় স্বামীহারা
- সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য : সকল ফুল হয় সুন্দর
- সদর্থক যুক্তিবাক্য : কিছু ছাত্র হয় পরিশ্রমী
- বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য : কিছু কৃষক হয় দরিদ্র
- বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য : কিছু কৃষক নয় দরিদ্র
- প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য : যদি বৃষ্টি হয় তবে ভাল ফসল হবে
- বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য : দশ টাকায় হয় চা অথবা কফি খাওয়া যাবে

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যকে বিভিন্ন শ্রেণি ও উপশ্রেণিতে বিভাজন করা হয়। যুক্তিবাক্য প্রধানত দুই প্রকার; যথা: নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ। নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যকে যেসব নীতি অনুসারে ভাগ করা হয় সেগুলো হলো: গঠন, নিশ্চয়তা, তাৎপর্য, গুণ, পরিমাণ এবং গুণ ও পরিমাণ সংযুক্তভাবে। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য দুই প্রকার: প্রাকল্পিক ও বৈকল্পিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য কয়প্রকার ?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। 'হয় অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ কমিটির সভাপতি হবেন'-এ যুক্তিবাক্যটি-
(ক) গ্রহণমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য (খ) বর্জনমূলক বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য
(গ) বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (ঘ) বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য

৩। যৌগিকযুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে-
(i) দুই বা ততোধিক সরল যুক্তিবাক্য সংযুক্ত অবস্থায় থাকে (ii) একাধিক উদ্দেশ্য ও একাধিক বিধেয় থাকতে পারে
(iii) একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৪.৬ ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর (Reduction of Sentences to Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের নিয়ম জানতে পারবেন।
- ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরকরতে পারবেন।

ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর (Reduction of Sentences to Proposition) ঃ আমরা প্রতিনিয়ত অন্যের সাথে যোগাযোগ করা, নিজের মনোভাব প্রকাশ করা এবং তথ্য আদান-প্রদান করার জন্য ভাষা ব্যবহার করি। এক্ষেত্রে আমাদের ভাষা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগ সফল করে তোলা। ব্যক্তিগত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা সচেতন থাকি না কিংবা বাক্যগুলোকে কোনো আদর্শ আকারে সাজিয়ে ব্যবহার করি না। কিন্তু যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো যুক্তি। আমরা যুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যেসব বাক্য ব্যবহার করি সেগুলো সব সময় যথার্থ নিরপেক্ষ আকারে সাজানো থাকতে হয় অথবা এদের গুণ ও পরিমাণ নির্ধারিত থাকতে হয়। কারণ, এসব নির্ধারণ ব্যতীত যুক্তির বৈধতা নিরূপণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবাক্যগুলো আদর্শ আকারে সাজানো থাকে না। এসব সাধারণ বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করে নিতে হয়। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেসব বাক্য ব্যবহার করি সেসব বাক্যে কখনো উদ্দেশ্য কখনো বিধেয় যথাস্থানে থাকে না। কোনো কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ, যা যুক্তিবাক্যে সংযোজকের কাজ করে, উহ্য থাকে। আবার, কখনো সদর্থক বাক্য নঞর্থক আকারে বা নঞর্থক বাক্য সদর্থক আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আবার সার্বিক বাক্য বিশেষ আকারে, বিশেষ বাক্য সার্বিক আকারে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের বাক্যগুলো নিয়ে যুক্তিবিদ্যায় কাজ করতে হলে এগুলোকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা প্রয়োজন। যেসব নিয়ম অনুসরণ করে বাক্যকে যুক্তিবাক্যে পরিণত করতে হয় সেগুলো হলো:

- ১. প্রতিটি যুক্তিবাক্য একটি আদর্শ আকার অনুসরণ করে থাকে। যুক্তিবাক্যের এ আদর্শ আকার অনুসারে সাজাতে হবে। যুক্তিবাক্যের আদর্শ আকার হলো:

পরিমাণ (Quantifier) ⇨ উদ্দেশ্য (Subject) ⇨ সংযোজক (Copula) ⇨ বিধেয় (Predicate)

- ২. চার প্রকার বাক্যকে যুক্তিবিদ্যায় আদর্শ যুক্তিবাক্য হিসেবে গণ্য করা হয়। যথা–
  - সার্বিক সদর্থক বাক্য (A বাক্য)
  - সার্বিক নঞর্থক বাক্য (E বাক্য)
  - বিশেষ সদর্থ বাক্য (I বাক্য)
  - বিশেষ নঞর্থক বাক্য (O বাক্য)

  কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্য হিসেবে গণ্য হতে হলে এই চার প্রকার যুক্তিবাক্যের কোনো এক প্রকার রূপ ধারণ করতে হবে।
- ৩. বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে অর্থের কোনো পবিবর্তন করা যাবে না। অর্থাৎ বাক্যের যে অর্থ থাকবে যুক্তিবাক্যেরও সে একই অর্থ হবে।
- ৪. যে সব যুক্তিবাক্যে পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না অর্থের দিক লক্ষ্য রেখে সেসব বাক্যের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
মানুষ মরণশীল	সকল মানুষ হয় মরণশীল
কবি হয় দরিদ্র	কিছু কবি হয় দরিদ্র
ঘোড়া দ্রুতগামী	সকল ঘোড়া হয় দ্রুতগামী
মানুষ ধার্মিক	কিছু মানুষ হয় ধার্মিক

৫. যে সকল বাক্যে কোনো সংযোজক নেই সে সকল বাক্যে সংযোজকের ব্যবহার দেখাতে হবে। সংযোজকে ক্রিয়ার সাথে মিশে থাকলে তাকে আলাদা করে দেখাতে হবে।

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
শিক্ষকগণ সৎ	সকল শিক্ষক হন সৎ
নাসিমা গান করে	নাসিমা হয় একটি মেয়ে যে গান করে
ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলে	কিছু ছেলে হয় মাঠে যারা ফুটবল খেলে

৬.সংযোজক সকল ক্ষেত্রে বর্তমান কালের রূপে প্রকাশ করতে হবে।

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
রহিম অসুস্থ ছিল	রহিম হয় একজন লোক যে অসুস্থ ছিল
বাংলাদেশ উন্নতি লাভ করবে	বাংলাদেশ হয় এমন একটি দেশ যা উন্নতি লাভ করবে
কিছু ছাত্র পাশ করবে	কিছু ছাত্র হয় এমন যারা পাশ করবে

৭. কোনো সদর্থক বাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে যদি পরিমাণসূচক 'সকল', 'যে-যে', 'প্রত্যেক', 'যে কোন', 'যে কেহ', 'মাত্রই' অথবা ক্রিয়া-বিশেষণ 'নিয়ত', 'চিরকাল', 'সদা', 'আবশ্যিকভাবে', 'সম্পূর্ণরূপে' (all, every, any, each, always, necessarily, absolutely) ইত্যাদি থাকে তবে সে বাক্যকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে (A) রূপান্তর করতে হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
প্রত্যেক মানুষ মরণশীল	সকল মানুষ হয় মরণশীল
দার্শনিকেরা সদা গভীরভাবে চিন্তা করে	সকল দার্শনিক হয় এমন যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেন
সমাজ-বিরোধী মাত্রই নিষ্ঠুর	সকল সমাজ-বিরোধী হয় নিষ্ঠুর
যে কোনো বই জ্ঞানের আকর	সকল বই হয় জ্ঞানের আকর
মানুষ মাত্রই ভুল হয়	সকল মানুষ হয় এমন যাদের ভুল হয়
প্রতিটি মানুষই স্বার্থপর	সকল মানুষ হয় স্বার্থপর

৮. কোনো নঞর্থক বাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে যদি 'সব', 'সকল', 'প্রতিটি', 'যে কোনো' (All, every, each, any) প্রভৃতি শব্দ থাকে এবং 'সর্বদা', 'সর্বত্র', 'সম্পূর্ণরূপে', 'অনিবার্যভাবে', 'অবশ্যম্ভাবীরূপে' প্রভৃতি বিশেষণ থাকে তবে সে বাক্যগুলোকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (O) রূপান্তর করতে হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
সব মানুষ অধ্যাপক নয়	কিছু মানুষ নয় অধ্যাপক
সকল মানুষ পরিশ্রমী নয়	কিছু মানুষ নয় পরিশ্রমী
সুলেখকরা সব সময় সুবক্তা হয় না	কিছু সুলেখক নয় সুবক্তা
প্রত্যেক রোগ মারাত্মক নয়	কিছু রোগ নয় মারাত্মক
মানুষ মাত্রই দয়ালু নয়	কিছু মানুষ নয় দয়ালু
সব মানুষ সৎ নয়	কিছু মানুষ নয় সৎ
ধনী ব্যক্তিমাত্রই সুখী নন	কিছু ধনী ব্যক্তি নন সুখী
প্রতিটি ভুলই নিন্দনীয় নয়	কিছু ভুল নয় নিন্দনীয়

৯. যদি কোনোবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সুনির্দিষ্ট বিশিষ্ট পদ, নির্দিষ্ট নামপদ, সর্বনাম, সমষ্টি বাচক বা গুণবাচক পদ হয় তাহলে সদর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যটি সার্বিক সদর্থক (A) এবং নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যটি সার্বিক নঞর্থক (E) যুক্তিবাক্য হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
এ লোকটি অন্ধ	(A) লোকটি হয় অন্ধ ব্যক্তি
পটুয়াখালী বড় শহর নয়	(E) পটুয়াখালী নয় বড় শহর
সে ঝগড়া করে	(A) সে হয় এমন ব্যক্তি যে ঝগড়া করে
স্বার্থপরতা সৎগুণ নয়	(E) স্বার্থপরতা নয় সৎগুণ
বাংলাদেশের সৈনিকরা দেশপ্রেমিক	(A) বাংলাদেশের সৈনিকরা হয় দেশপ্রেমিক
হেমায়েত নীতিবান নয়	(A) হেমায়েত নয় নীতিবান
মওদুদ ভন্ড	(A) মওদুদ হয় ভন্ড

১০. কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য বিশিষ্ট অনির্দিষ্ট পদ হলে সদর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (I) এবং নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (O) পরিবর্তন করতে হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
একটা লোক শিক্ষিত নয়	(O) কিছু লোক নয় শিক্ষিত
একটা বই লাল রঙের	(I) কিছু বই হয় লাল রঙের
একজন অফিসার দায়িত্বশীল	(I) কিছু অফিসার হয় দায়িত্বশীল

১১. যদি কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে পরিমাণসূচক 'কতকগুলি' 'কোনো কোনো', 'অনেক', 'বহু', 'অধিকাংশ', 'প্রায়', 'প্রায় সব', 'অথবা' ক্রিয়া বিশেষণ 'সাধারণত', 'সচরাচর', 'মাঝে মাঝে', 'কখনো কখনো', 'হয়ত', 'সম্ভবত' (some, several, many, most, majority, almost, all, certain, mostly, generally, often, nearly, sometimes,

perhaps, about, always) ইত্যাদি যুক্ত থাকে তাহলে এরূপ বাক্য বিশেষ বচন হয় অর্থাৎ সদর্থক বাক্য হলে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (I) এবং নঞর্থক হলে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (O) হয়। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
কয়েকজন মহিলা ভাল যুক্তিবিদ	(I) কিছু মহিলা হয় ভাল যুক্তিবিদ
অধিকাংশ লোক শিক্ষিত নয়	(O) কিছু লোক নয় শিক্ষিত
প্রায় সব খেলোয়াড় ভালো খেলেছে	(I) কিছু খেলোয়াড় হয় এমন যারা ভালো খেলেছে
বেশির ভাগ শিক্ষকই ধনী নয়	(O) কিছু শিক্ষক নয় ধনী
ফুল সচরাচর সুগন্ধ যুক্ত হয়	(I) কিছু ফুল হয় সুগন্ধযুক্ত
মানুষ সাধারণত দুঃখী নয়	(O) কিছু মানুষ নয় দুঃখী
ভাল কাজ প্রায়শ স্বীকৃতি পায় না	(O) কিছু ভাল কাজ নয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উকিলরা ধুরন্দর হয়	(I) কিছু উকিল হয় ধুরন্দর

১২. যদি কোনো বাক্যে 'কচিৎ', 'কদাচিৎ', 'খুব কম', 'অল্প' (few, rarely, scarcely, hardly, seldom) ইত্যাদি থাকে তাহলে সদর্থক বাক্যকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (O) এবং নঞর্থক বাক্যকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যে (I) পরিণত করতে হবে। কারণ এমন শব্দের তাৎপর্য হলো: 'কোনো কোনো না' (some not) ও খুবই কম (few), কিছু ... ... নয় (some not) এবং a few – some। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
মানুষ কচিৎ সুখী	(O) কিছু মানুষ নয় সুখী
মানুষ কচিৎ সুখী নয়	(I) কিছু মানুষ হয় সুখী
খুব কম ছাত্র অস্থির	(O) কিছু ছাত্র নয় অস্থির
কুকুর কদাচিৎ প্রভুভক্ত নয়	(I) কিছু কুকুর হয় প্রভুভক্ত

১৩. যদি কোনো বাক্যে 'কেবলমাত্র', 'শুধু', 'একমাত্র', 'কেবল' (only, alone, none but), 'অমুক ছাড়া আর কেউ না' (none else but) উদ্দেশ্য পদের সাথে যুক্ত থাকে, তাহলে এরূপ প্রক্ষেপক বাক্যের (Exclusive Proposition) ক্ষেত্রে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (A) অথবা সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (E) রূপান্তর করা যায়।

•A যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হলে প্রদত্ত বাক্যের বিধেয় যুক্তিবাক্যের বিধেয় হবে এবং প্রদত্ত বাক্যের বিধেয় যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য হবে।

•E যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হলে প্রদত্ত বাক্যের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ পদ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য হবে এবং বিধেয় পদ একই থাকবে।

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
কেবলমাত্র ধার্মিক ব্যক্তিরাই সুখী	(A) সকল সুখী ব্যক্তি হয় ধার্মিক
	(E) কোন অধার্মিক ব্যক্তি নয় সুখী
সৎ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ বিশ্বাসযোগ্য নয়	(A) সকল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হয় সৎ
	(E) কোন অসৎ ব্যক্তি নয় বিশ্বাসযোগ্য
কেবলমাত্র স্নাতকেরাই পদটির জন্য উপযুক্ত	(A) পদটির জন্য উপযুক্ত সকল ব্যক্তি হয় স্নাতক
	(E) কোন অস্নাতক ব্যক্তি নয় পদটির জন্য উপযুক্ত
বীরেরাই শুধু বসুন্ধরার ভোক্তা	(A) বসুন্ধরার সকল ভোক্তা হয় বীর
	(E) কোন অ-বীর নয় বসুন্ধরার ভোক্তা

১৪. 'ব্যতীত', 'ছাড়া' (except) কোনো বাক্যে থাকলে ব্যতিক্রম পদটি যদি সুনির্দিষ্ট (definite) হয় তাহলে বাক্যটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে (A/E) এবং ব্যতিক্রম পদটি যদি অনির্দিষ্ট হয় (indefinite) তাহলে বাক্যটি বিশেষ যুক্তিবাক্যে (I/O) রূপান্তর হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
সুশীল ব্যতীত এই ক্লাশের সকল ছাত্র বুদ্ধিমান	(A) সুশীল ব্যতীত এই ক্লাশের সকল ছাত্র হয় বুদ্ধিমান
একজন ব্যতীত এই ক্লাশের সকল ছাত্র বুদ্ধিমান	(I) এই ক্লাশের কিছু ছাত্র হয় বুদ্ধিমান
পারদ ছাড়া সব ধাতু কঠিন	(A) সকল ধাতু হয় কঠিন
	(E) পারদ নয় কঠিন
কয়েকটা ব্যতীত কিছু পুস্তক হয় পুরাতন	(I) কিছু পুস্তক হয় পুরাতন

১৫. কোনো নঞর্থক বাক্যে 'নয়', 'কোন নয়', 'কেউ নয়', 'একটাও না', 'কিছুই নয়', (no, none, nobody, nothing) প্রভৃতি শব্দ যুক্ত থাকলে সেগুলোকে সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
কেউ অসামাজিক নয়	(E) কোনো ব্যক্তি নয় অসামাজিক
কোনো মনুষ্য ফেরেশতা নয়	(E) কোনো মানুষ নয় ফেরেশতা
একটা কাকও সাদা নয়	(E) কেনো কাক নয় সাদা
বায়ু ছাড়া কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না	(E) কোনো মানুষ নয় এমন যে বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারে

১৬. কোনো বাক্যের বিধেয় অসীম পদ (infinite term) হলে সংযোজকের গুণ অনুসারে অর্থাৎ সংযোজক সদর্থক হলে যুক্তিবাক্যটি সদর্থক এবং সংযোজক নঞর্থক হলে যুক্তিবাক্যটি নঞর্থক হবে। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
বিহারিরা অ-বাঙালি	(A) সকল বিহারি হয় অ-বাঙালি
কিছু মানুষ দুঃখী	(I) কিছু মানুষ হয় দুঃখী
অনেক মানুষ অসাধু নয়	(O) কিছু মানুষ নয় অসাধু
পশুর কোনো বুদ্ধি নেই	(A) সকল পশু হয় এমন যাদের বুদ্ধি নেই
কোনো কোনো মানুষ নয় জ্ঞানী	(O) কিছু মানুষ নয় জ্ঞানী

১৭. নৈর্ব্যক্তিক বাক্যে (Impersonal sentence) উদ্দেশ্য পদ ঠিকভাবে উল্লেখ থাকে না। এ জাতীয় বাক্যের অর্থ বুঝে তাৎপর্য অনুসারে উদ্দেশ্য পদ ব্যবহার করতে হয়। এসব বাক্যের উদ্দেশ্যের স্থলে ইহা, এটা, এখন, এমন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
এটা মূল্যবান	(A) জিনিসটি হয় মূল্যবান
ইহা বসন্তকাল	(A) ঋতুটি হয় বসন্তকাল
এটি ভাল ফুল	(A) ফুলটি হয় ভালো
এখন রাত	(A) সময়টি হয় রাত
এখন গরম নয়	(A) আবহাওয়া নয় গরম
এটা অন্যায়	(A) কাজটি হয় অন্যায়

১৮. প্রশ্নবোধক বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা যায় না। তবে এমন কতগুলো প্রশ্নবোধক বাক্য আছে যার উত্তর প্রশ্নের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উত্তরের প্রকৃতি অনুসারে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হয়। যেমন–

প্রদত্ত বাক্য	যুক্তিবাক্য
কে স্বার্থপর নয়?	(A) সকল লোক হয় স্বার্থপর
অর্থ কে-না চায়?	(A) সকল মানুষ হয় এমন যারা অর্থ চায়
কোন্ মা তাঁর সন্তানকে ভালোবাসে না	(A) সকল মা হয় এমন ব্যক্তি যারা নিজের সন্তানকে ভালোবাসে
এমন কোনো মানুষ আছে যে নিখুঁত	(E) কোনো মানুষ নয় নিখুঁত

শিক্ষার্থীর কাজ	ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করার নিয়মগুলোরএকটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যেসব যুক্তি ব্যবহার করি সেগুলোতে অনেক সময় যুক্তিবাক্যগুলো নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যের আকারে বা গুণ ও পরিমাণ অনুসারে সাজানো থাকে না। কিন্তু যুক্তির বৈধতা নির্ধারণের জন্য এগুলোকে আদর্শ আকারে সাজিয়ে নিতে হয়। ব্যাকরণসম্মত বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের জন্য এখানে আঠারটি নিয়ম আলোচনা করা হলো। এ নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে যে কোনো বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনো সদর্থক বাক্যের উদ্দেশ্য পদের সাথে যদি পরিমাণসূচক 'সকল', 'যে-যে', 'প্রত্যেক', 'যে কোন', 'যে কেহ' ইত্যাদি থাকে তবে সে বাক্যকে কোন্ বাক্যে রূপান্তর করতে হবে?

(ক) সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে (খ) সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যে
(গ) বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে (ঘ) বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যে

২। 'সুলেখকরা সব সময় সুবক্তা হয় না'- যুক্তিবাক্যের সঠিক যৌক্তিক আকার কোন্টি?
(ক) সুলেখকরা হয় না সুবক্তা (খ) কিছু সুলেখক নয় সুবক্তা
(গ) সকলসুলেখক নয় সুবক্তা(ঘ) কিছু সুবক্তা হয় সুলেখক

৩। কোনো বাক্যের উদ্দেশ্য বিশিষ্ট অনির্দিষ্ট পদ হলে -
(i) সদর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য হবে
(ii) নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যে হবে
(iii) নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক)i ও iii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii(ঘ) i ও ii

পাঠ-৪.৭ পদের ব্যাপ্যতা ও এর নিয়ম (Distribution of Terms and its Rules)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পদের ব্যাপ্যতার নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন

পদের ব্যাপ্যতার সংজ্ঞা (Definition of Distribution of Terms) ঃ সাবেকী যুক্তিবিদ্যায় পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সহানুমান বা ন্যায়ানুমান (syllogism) এর বৈধতা ও অবৈধতা নির্ণয়ের মূল ভিত্তি হলো পদের ব্যাপ্যতা। কোনো পদ যখন কোনো যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ পদটি তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলো না-কি আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলো তা নির্ণয়ের জন্য পদের ব্যাপ্যতার ধারণাটির প্রচলন করা হয়েছে।

ব্যাপ্যতা হলো একটি পদ দ্বারা নির্দেশিত প্রতিটি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবাচক বুঝনোর একটি বিশেষ ধর্ম বা গুণ (property)। ব্যাপ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ distribution দ্বাদশ শতকে উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন *distributio* থেকে। পদকে নির্দেশনা তত্ত্বের অংশ হিসেবে প্রকাশ করার জন্য *distributio* শব্দটি ব্যবহার করা হতো এবং সার্বিক মানক (universal quantifier, যেমন– সব, সকল, যে কোন ইত্যাদি) ব্যবহার করে এর দ্বারা একটি পদের স্বধর্ম নির্দেশিত হতো। যেমন, কুকুর পদটির ক্ষেত্রে 'সকল কুকুর হয় বিশ্বস্ত'; এখানে কুকুর পদটি ব্যাপ্য কারণ প্রত্যেকটি কুকুরই নির্দেশ করা হয়েছে। বিপরীতভাবে, 'একটি কুকুর পিয়নকে তাড়া করেছে'-এ বাক্যে একই পদ কুকুর ব্যাপ্য নয়; কারণ এখানে একটি মাত্র কুকুরকে নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বাদশ শতক থেকেই ব্যাপ্যতার ধারণাটি সহানুমানের বৈধতা নিরূপণের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ব্যাপ্যতার মানে হলো ব্যাপকতা বা প্রসারতা। একটি যুক্তিবাক্যে একটি পদ কতটুকু ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাই হলো ঐ পদের ব্যাপ্যতা। সহজভাবে বলা যায় যে, যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত দু'টি পদ যে সব শ্রেণিকে নির্দেশ করে সেসব শ্রেণির সকল সদস্য না কতিপয় সদস্যকে প্রকাশ করছে তা বোঝানোর জন্য ব্যাপ্যতা কথাটি ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ তাদের ব্যক্ত্যর্থের দিক থেকে যতটুকু বিস্তার লাভ করে তাকে পদের ব্যাপ্যতা বলে। পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কে যুক্তিবিদ এইচ.ডব্লিউ.বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) বলেন, "একটি পদ যখন তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ কোনো যুক্তিবাক্যে নির্দেশ করে তখন পদটি পূর্ণব্যাপ্য; আর তা না হলে অব্যাপ্য।" (A term is said to be distributed when it is used in reference to its whole extension or to all that it can be denoted: undistributed, when not so used.).

যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহ দুইভাবে তাদের ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করতে পারে। যেমন–

ক. পূর্ণ ব্যাপ্য পদ
খ. অপূর্ণ ব্যাপ্য পদ

❑ **পূর্ণ ব্যাপ্য পদ:** যখন কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন পদটিকে পূর্ণ ব্যাপ্য বা ব্যাপ্য পদ বলে। যেমন– 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' যুক্তিবাক্যটিতে 'মানুষ' পদটি তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে; তাই 'মানুষ' পদটি পূর্ণব্যাপ্য।

❑ **অপূর্ণ ব্যাপ্য পদ:** যখন কোনো যুক্তিবাক্যে একটি পদ তার আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন পদটিকে অপূর্ণ ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য পদ বলে। যেমন– 'কিছু আম হয় মিষ্টি' যুক্তিবাক্যটিকে 'আম' পদটি তার আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে; তাই আম পদটি অপূর্ণ ব্যাপ্য বা অব্যাপ্য।

পদের ব্যাপ্যতার নিয়ম (Rules of Distribution**) ঃ** পদের ব্যাপ্যতার দু'টি নিয়ম প্রচলিত আছে। যথা–

•সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সব সময়েই ব্যাপ্য, কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য নয়। অর্থাৎ পরিমাণের দিক থেকে সার্বিক বচনটি তার উদ্দেশ্য পদকে ব্যাপ্ত করে।

•নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ সব সময়েই ব্যাপ্য, কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য। অর্থাৎ গুণের দিক থেকে নঞর্থক বচনটি তার বিধেয় পদকে ব্যাপ্য করে।

ব্যাপ্যতার এই নিয়ম দু'টি চার প্রকার যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো:

A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য। কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্য।
E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।
I যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ অব্যাপ্য।
O যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য, কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য।

সারসংক্ষেপ

একটি যুক্তিবাক্যে একটি পদ যতটুকু ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় তাই ঐ পদের ব্যাপ্যতা। ব্যাপ্যতা হলো পদের ব্যাপকতা বা প্রসারতা। যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদসমূহ দুইভাবে তাদের ব্যক্ত্যর্থকে প্রকাশ করে: পূর্ণ ব্যাপ্য পদ ও অপূর্ণ ব্যাপ্য পদ। একটি পদ তার সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে তা পূর্ণ ব্যাপ্য এবং আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হলে অপূর্ণ ব্যাপ্য ।একটি যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত পদের ব্যাপ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। এ রকম দু'টি নিয়ম রয়েছে। সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য এবং নঞর্থক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ ব্যাপ্য হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নঞর্থক যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে-

(ক) উদ্দেশ্য পদ সব সময়ই ব্যাপ্য (খ) বিধেয় পদ সব সময়ই ব্যাপ্য

(গ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদইসব সময়ই ব্যাপ্য (ঘ) বিধেয় উভয় পদকোনো সময়ই ব্যাপ্য নয়

২। ব্যাপ্যতার নিয়ম দু'টি চার প্রকার যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো:

(i) A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য। (ii) E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য

(iii) I এবং O যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক)i ও iii (খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii(ঘ) i ও ii

৩। সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে-

(ক)শুধুউদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য (খ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য

(গ) শুধু বিধেয় পদ ব্যাপ্য (ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়পদ অব্যাপ্য

পাঠ-৪.৮ বিভিন্ন যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্তি (Distrubution of Terms in Different Proposition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন প্রকার যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিভিন্ন প্রকার যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা (Distribution of Terms in Different Proposition) ঃ আমরা জানি গুণ ও পরিমাণের যুক্তভিত্তিতে যুক্তিবাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা হয়; যথা– সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য (A), সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য (E), বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য (I) ও বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য (O)। এখন আমরা ব্যাপ্যতার উপরোল্লিখিত নিয়ম দু'টিকে A, E, I ও O যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখার চেষ্টা করবো যে এদের কোন্‌টি কোন্ পদকে ব্যাপ্ত করে।

A বা সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য: A যুক্তিবাক্যের উদ্দ্যেশ পদ ব্যাপ্য; কিন্তু বিধেয় পদ অব্যাপ্য। এ যুক্তিবাক্যটি একটি সার্বিক বাক্য বলে এর উদ্দেশ্যে পদ ব্যাপ্য। কারণ A বাক্যে উদ্দেশ্য পদ পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি একটি সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে এর বিধেয় পদ অব্যাপ্য। কারণ এর বিধেয় পদটি পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয় না। যেমন– 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' একটি সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য। এই যুক্তিবাক্য 'মানুষ' পদটি সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ বলতে পৃথিবীর সকল মানুষকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই বাক্যটিতে উদ্দেশ্য 'মানুষ'পদটি, ব্যাপ্য হয়েছে। কিন্তু বিধেয় 'মরণশীল' পদটি সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। 'মরণশীল' পদে আংশিক ব্যক্ত্যর্থ মানুষের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। কারণ মরণশীল জীবের সবাই মানুষ নয়। মানুষ ছাড়াও অনেক মরণশীল জীব আছে। মরণশীল জীবের ব্যক্ত্যর্থ খুবই ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। তাই উল্লিখিত উদাহরণের মরণশীল পদটি অব্যাপ্য।

E বা সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্য: E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য। E যুক্তিবাক্যটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে এর উদ্দেশ্য পদটি পূর্ণ ব্যাপ্য হয়। কারণE বাক্যে উদ্দেশ্য পদ পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়। আবার, E বাক্যটি একটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে এর বিধেয় পদটি পূর্ণ ব্যাপ্য। কারণ, E বাক্যের বিধেয় পদও পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সহকারে ব্যবহৃত হয়। যেমন– 'কোনো মানুষ নয় দেবতা'। এ যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটি সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষ বলতে পৃথিবীর সকল মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই এ যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য। আবার, দেবতা পদটিকেও সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'দেবতা' পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থকেই 'মানুষ' পদটির ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষ ও দেবতার মধ্যে আসলে কোনো সম্পর্ক নেই। কাজেই এ যুক্তিবাক্যে দেবতা পদটিও ব্যাপ্য।

I বা বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য: I যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য। I বাক্যটি একটি বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে এর উদ্দেশ্য পদ আংশিক ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হয়। আবার I যুক্তিবাক্যটি একটি সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে এর বিধেয় পদটি পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই বিধেয় পদটিও অব্যাপ্য। যেমন– 'কিছু গরু হয় লাল'। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'গরু' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে গরু শ্রেণির একটি অংশের উপর একটি বক্তব্য আরোপ করা হয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য গরু পদটি অব্যাপ্য। আবার বিধেয় 'লাল' পদটিকেও আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'লাল' পদটির আংশিক ব্যক্ত্যর্থ 'গরু' শ্রেণির কতিপয় সদস্যের উপর আরোপ করা হয়েছে। কেননা লাল বস্তুর সবই গরু নয়। গরু ছাড়াও জগতে আরো অনেক লাল বস্তু রয়েছে। 'লাল' পদের ব্যক্ত্যর্থ খুবই ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু গরুর ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই বিধেয় লাল পদটিও অব্যাপ্য।

O বা বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য: O যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য। কারণ, O যুক্তিবাক্যটি একটি বিশেষ বাক্য বলে এর উদ্দেশ্য পদটি পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই এর উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য। কিন্তু O যুক্তিবাক্যটি একটি নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে এর বিধেয় পদটি পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই এর বিধেয় পদটি পূর্ণ ব্যাপ্য। যেমন– 'কিছু গরু নয় লাল'। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'গরু' পদটি আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'গরু' শ্রেণির একটি অংশ সম্পর্কে একটি বক্তব্য অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য 'গরু' পদটি অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় 'লাল' পদটি এ যুক্তিবাক্যে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ 'লাল' পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থকেই 'গরু' শ্রেণির কতিপয় সদস্য সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই উল্লিখিত যুক্তিবাক্যে বিধেয় লাল পদটি ব্যাপ্য।

ব্যাপ্যতার উপর্যুক্ত আলোচনাকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ছকের সাহায্য প্রকাশ করতে পারি:

যুক্তিবাক্য	প্রতীক	উদাহরণ	আকার	পরিমাণ	গুণ	ব্যাপ্য পদ
সার্বিক সদর্থক	A	সকল মানুষ হয় কবি	All S are P	সার্বিক	সদর্থক	উদ্দেশ্য
সার্বিক	E	কোনো মানুষ নয় কবি	No S are P	সার্বিক	নঞর্থক	উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই

নঞর্থক						
বিশেষ সদর্থক	I	কিছু মানুষ হয় কবি	Some S are P	বিশেষ	সদর্থক	কোনটিই নয়
বিশেষ নঞর্থক	O	কিছু মানুষ নয় কবি	Some S are not P	বিশেষ	নঞর্থক	বিধেয়

কোন বাক্যে কোন পদ ব্যাপ্য তা মনে রাখার কৌশল-১:

যুক্তিবিদ সুইনবার্ণ পদের ব্যাপ্যতার বিষয়টিকে সহজে মনে রাখার কৌশল হিসেবে As Eb In Op নামক একটি সূত্র প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন তা নিম্নরূপ:

As = A **বচনে** Subject বা উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য

Eb = E **বচনে** both অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ ব্যাপ্য

In = I **বচনে** none অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও বিধেয় কোনো পদই ব্যাপ্য নয়

Op = O **বচনে** predicate অর্থাৎ বিধেয় পদ ব্যাপ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা দেখিয়ে একটি সারণী তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

পূর্বের পাঠে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে চার ধরনের যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা নির্ধারণ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, A যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ, E যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদ, O বাক্যের বিধেয় পদ পূর্ণ ব্যাপ্য হয় এবং I যুক্তিবাক্যের কোনো পদই পূর্ণব্যাপ্য নয়। যুক্তিবাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদের ব্যাপ্যতা মনে রাখার সহজ সূত্র হলো: AsEbInOp।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য?
(ক) A যুক্তিবাক্যের (খ) E যুক্তিবাক্যের (গ) O যুক্তিবাক্যের (ঘ) I যুক্তিবাক্যের

২। কোন্ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য?
(ক) A যুক্তিবাক্যের (খ) E যুক্তিবাক্যের (গ) O যুক্তিবাক্যের (ঘ) I যুক্তিবাক্যের

৩। O যুক্তিবাক্যের -
(i) বিধেয় পদ পূর্ণ ব্যাপ্য (ii) উদ্দেশ্য পদ অব্যাপ্য (iii) উদ্দেশ্য ওবিধেয় উভয় পদই পূর্ণ ব্যাপ্য

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii,(খ) i, ii, ও iii (গ) ii ও iii,(ঘ) i ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বচনী প্রশ্ন :

১। যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে-
(ক) পরিমাণ (খ) উদ্দেশ্য (গ) সংযোজক (ঘ) বিধেয়

২। যুক্তবাক্যের সম্বন্ধযুক্ত চিহ্নকে কী বলে?
(ক) উদ্দেশ্য (খ) পরিমাণ (গ) বিধেয় (ঘ) সংযোজক

৩। কোন্‌ধরনের বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলা যায়?
(ক) আদেশমূলক (খ)প্রশ্নবোধক (গ) বর্ণনামূলক (ঘ) বিস্ময়সূচক

৪। উদ্দেশ্য পদের সংখ্যা নির্দেশক শব্দকে কী বলে?
(ক) পরিমাণ (খ) উদ্দেশ্য (গ) সংযোজক (ঘ) বিধেয়

৫। 'তরুণরা সাহসী হলেও বিচক্ষণ নয়'- এটি কোন্ ধরনের যুক্তিবাক্য?
(ক) বিয়োজক যুক্তিবাক্য (খ) সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য (গ) অসংগতিবাচক যুক্তিবাক্য (ঘ) যোগাত্মক যুক্তিবাক্য

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৬ নং ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
আমের মৌসুমে দু'জন আমচাষী ট্রেনে রাজশাহী থেকে ঢাকায় রওনা দিলেন। রাজশাহীর চাষী বললেন, "আমাদের কিছু বাগানের আম টক।" একথা শুনে চাপাইনবাবগঞ্জের চাষী বললেন, "চাপাইয়ের কোনো আম টক নয়।"

৬। উল্লিখিত উদ্দীপকে রাজশাহীর চাষীর উক্তিটি কোন্ ধরনের যুক্তিবাক্য নির্দেশ করে?
(ক) সার্বিক সদর্থক (খ) সার্বিক নঞর্থক (গ) বিশেষ সদর্থক (ঘ) বিশেষ নঞর্থক

৭। উল্লিখিত উদ্দীপকে চাপাইনবাবগঞ্জের চাষীর উক্তির সঠিক যৌক্তিক রূপ হলো-
(ক)চাপাইয়ের কোনো আম টক নয় (খ) চাপাইয়ের কিছু আম নয় টক
(গ) চাপাইয়ের কোনো আম নয় টক (ঘ) চাপাইয়ের কিছু কিছু আম নয় টক

৮। 'আইনজীবীগণ চতুর'- বাক্যটির সঠিক যৌক্তিক রূপান্তর হবে-
(ক) কিছু আইনজীবী হন চতুর (খ) আইনজীবী মাত্রই চতুর
(গ) যাঁরা আইন চর্চা করেন তাঁরা হন চতুর (ঘ) সকল আইনজীবী হন চতুর

৯। A যুক্তিবাক্যের কোন্ পদ পূর্ণ ব্যাপ্য?
(i) বিধেয় পদ অব্যাপ্য (ii) উদ্দেশ্য পদ ব্যাপ্য
(iii) উদ্দেশ্য ওবিধেয় উভয় পদই পূর্ণ ব্যাপ্য

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i, ii ও iii (গ) i ওii (ঘ) iওiii

১০। তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্য কত প্রকার ?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দৃশ্যকল্প-১: (ক) সকল অষ্ট্রেলিয়ান হন নির্জনতা প্রিয়
(খ) কোনো কোনো অষ্ট্রেলিয়ান হন নির্জনতা প্রিয়
দৃশ্যকল্প-২: (ক) কোনো অষ্ট্রেলিয়ান নন নির্জনতা প্রিয়
(খ) কোনো কোনো অষ্ট্রেলিয়ান নন নির্জনতা প্রিয়

(ক) পদের ব্যাপ্যতা কাকে বলে?
(খ) একটি পদ কখন অব্যাপ্য হয়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
(গ) দৃশ্যকল্প-১ কোন্ ধরনের যুক্তিবাক্যগুলোকে নির্দেশ করে? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে ব্যাপ্যতার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

২। দেশের উন্নয়নের জন্য একটি কৃষিনীতি থাকা আবশ্যক। তাই কৃষিমন্ত্রী পুরো দেশকে অধিক ফসল উৎপাদন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করার জন্য কৃষি অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিলেন। কৃষি অধিদপ্তর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো দেশকে মাটির উর্বরতা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে কৃষিমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করলেন।

(ক) যুক্তিবাক্য কাকে বলে?

(খ) সাধারণ ব্যাকরণিক বাক্য থেকে যুক্তিবাক্য কিভাবে পৃথক?বুঝিয়ে লিখুন।
(গ) উদ্দীপকে যে ধারণাগুলোর ভিত্তিতে পুরো দেশকে ভাগ করা হয়েছে সেগুলোর সংজ্ঞা ও উদাহরণ দিন।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ধারণা দু'টির ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ করুন ও উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২ ঃ ১-ঘ, ২-ঘ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক

চূড়ান্ত মূল্যায়নের উত্তরমালা

১-খ, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-গ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-ক।